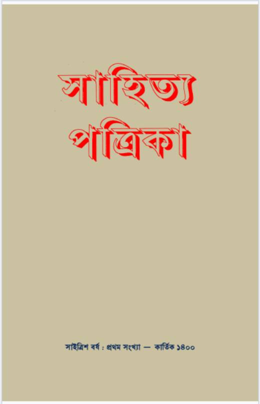

Vol. 37 | No. 1 | 1993

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

নবরাগ-সৃজনে নজরুল

Volume	37
Issue	1
Year	1993
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	ব্রহ্মমোহন ঠাকুর
Published online	October 1, 1993
DOI	10.62328/sp.v37i1.8
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v37i1.8
Pages	137-152
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

সাহিত্য পত্রিকা
বর্ষ ৩৭ : সংখ্যা ১

Check for updates

নবরাগ-সৃজনে নজরুল

ব্রহ্মমোহন ঠাকুর*

আধুনিক বাংলা গানের গীতিকার ও সুরকারদের মধ্যে কবি কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬)-এর আর একটি অবদান সচেতন প্রয়াসে নতুন রাগের সৃষ্টি এবং অবলুপ্ত রাগের উদ্ধার। কলকাতা বেতারের একটি ধারাবাহিক অনুষ্ঠান হারমনি এবং অপর অনুষ্ঠান 'নবরাগমালিকা'-র মাধ্যমে এগুলি প্রথম উপস্থাপিত হয়। বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় নবরাগমালিকার নতুন রাগ। এর মধ্যে ছয়টি রাগ, যথা- রাগ নির্ঝরিণী, বেণুকা, মীনাক্ষী, সন্ধ্যামালতী, বনকুন্তলা ও দোলনচম্পা - সম্পর্কে সাংগীতিক বিশ্লেষণ এর অন্তর্ভুক্ত। এই নতুন রাগিনীগুলি বাংলা সংগীতকে সমৃদ্ধ করেছে।

*পশ্চিমবঙ্গের বিশিষ্ট নজরুল সংগীতজ্ঞ

আধুনিক বাংলা কাব্যগীতিতে যাঁরা প্রধান তাঁরা হলেন রজনীকান্ত, রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রসাদ এবং নজরুল। এঁদের মধ্যে একমাত্র নজরুলই সচেতনভাবে নতুন রাগ সৃষ্টি করেছেন। ভারতীয় সংগীতশাস্ত্রে উল্লেখিত অসংখ্য রাগ হতে স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠা করে নতুন রাগ রচনা ওস্তাদদের কাজ এবং এ কাজে সংগীতশাস্ত্র সম্বন্ধে গভীর জ্ঞানের প্রয়োজন হয়। নতুন রাগটি যেন স্বমহিমায় একটি যথার্থ রাগ হয়ে উঠতে পারে, যেন তা একটি ধুনে পর্যবসিত না হয়- এটিই তখন প্রধান বিবেচ্য। নজরুল রচিত রাগগুলি এই পরিপ্রেক্ষিতে নিরীক্ষণ করা যেতে পারে।

তার আগে তাঁর রচিত রাগগুলির পটভূমিকা সম্বন্ধে বলা প্রয়োজন। মূলত ১৯৩৯-৪০ সালে কলকাতা বেতারকেন্দ্রে তিনি যে দুটি অনুষ্ঠান করেছিলেন, যথা- উদাসী ভৈরব ও নবরাগমালিকা, সেই দুটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাঁর রচিত রাগগুলি প্রচারিত হয়। 'উদাসী ভৈরব' নাটকটি জগৎ ঘটকের রচনা, কিন্তু এই নাটকের গানগুলি নজরুলের রচিত। ভৈরব ঠাটের নতুন ছয়টি রাগ যথা- অরুণ ভৈরব, আশা ভৈরবী, শিবানী ভৈরবী, রুদ্র ভৈরব, যোগিনী এবং উদাসী ভৈরব- রচনা করে তিনি তার আধার হিসাবে জগৎ ঘটক-রচিত 'উদাসী ভৈরব' নাটকে সংস্থাপন করেন। এই নাটকটি প্রচারিত হয় ১২-১১-৩৯ তারিখে। 'নবরাগমালিকা' অনুষ্ঠানে নজরুল তাঁর সৃষ্ট নির্ঝরিণী, বেণুকা, মীনাক্ষী, সন্ধ্যামালতী, বনকুন্তলা ও দোলনচম্পা – এই ছয়টি রাগ প্রচার করেন। এ দুটি অনুষ্ঠানের প্রচার ছাড়াও নজরুলের সৃষ্ট আরও যে কয়েকটি রাগের সন্ধান আমরা জগৎ ঘটককৃত স্বরলিপিপুস্তক *নবরাগ* ও *বেণুকা* হতে পাই সেগুলি হল শিব-সরস্বতী, অরুণরঞ্জনী, দেবযানী, রূপমঞ্জরী এবং শঙ্করী।

এই রাগগুলিও ১১-৫-৪০ তারিখ ও ২৭-৬-৪২ তারিখে কলকাতা বেতার কেন্দ্র হতে প্রচারিত হয়েছিল। শিব-সরস্বতী রাগে রচিত 'জয় ব্রহ্মবিদ্যা শিব-সরস্বতী' গান *পাঠশালা* পত্রিকার মাঘ, ১৩৪৬ সংখ্যায় জগৎ ঘটকের স্বরলিপিসহ প্রকাশিত হয়েছিল। নজরুলসৃষ্ট রাগের আলোচনা করার সময় কোনও কোনও গ্রন্থকার শাস্ত্রীয় রাগ 'রক্তহংস সারং'-কে নজরুলের রচনা হিসাবে উল্লেখ করেছেন।[১] এই ব্যাপারে শাস্ত্রবচন উধৃত করা যাক্ :

শ্রী রাগ নট্টো বঙ্গালৌ ভাষ মধ্যম ষাড়বৌ
রক্তহংসশ্চ কোহলাসঃ প্রভবো ভৈরব ধ্বনিঃ।

সংগীত সার সংগ্রহে এখানে আদি রাগ হিসাবেই রক্তহংস-সারং উল্লেখিত। নজরুল এ কারণেই কলকাতা বেতার কেন্দ্র হতে ১৯-১২-৪০ তারিখে 'হারামণি' অনুষ্ঠানে (যেটি অপ্রচলিত শাস্ত্রীয় রাগপ্রচারের জন্য নির্দিষ্ট ছিল) সুরেশ চক্রবর্তীর

সহায়তায় 'রক্তহংস সারং' রাগে রচিত গান প্রচার করেন। সুরেশ চক্রবর্তী তাঁর *রাগ রূপায়ন* গ্রন্থে রক্তহংস সারং রাগের পরিচয়জ্ঞাপক আরোহণ-অবরোহণ জানিয়েছেন। শাস্ত্রীয় গ্রন্থ *সংগীত পারিজাতেও* রক্তহংস-সারং রাগের উল্লেখ রয়েছে। এ ছাড়াও ১৬৭৫ সালের পূর্বে মীর্জা খাঁ রচিত *তুহফাতুল হিন্দু* নামক ফার্সি গ্রন্থে কল্লিনাথের মত উধৃত করে জানানো হয়েছে- ভৈঁরোর ছয়টি রাগিনী–ভৈরবী, গুর্জরী, ভাখা, বেলাওলী, কর্নাটী ও রক্তহংস। বর্তমানকালে বিমলকান্ত রায় চৌধুরী প্রণীত *ভারতীয় সংগীত কোষ* গ্রন্থে শাস্ত্রীয় ১৮ প্রকার সারং রাগের উল্লেখের মাঝে রক্তহংস সারং রয়েছে। সুতরাং নজরুল রচিত ১৭টি রাগ আমরা পাই। এগুলির মধ্যে ১৩-১-৪০ তারিখে প্রচারিত 'নবরাগমালিকা' অনুষ্ঠানের রাগগুলি নিয়েই বর্তমান নিবন্ধে আলোচনা করা হবে।

নজরুলের রাগসৃষ্টির উপর একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছিলেন সুকুমার রায় তাঁর *বাংলা সংগীতের রূপ* গ্রন্থে। তাঁর মূল্যবান মন্তব্য এই :

> বলা হয়ে থাকে নজরুল কয়েকটি রাগও তৈরী করেছিলেন। ... 'রাগ তৈরি করা' খুব বড় কথা নয়। যে কোন সুগায়ক বারোটি সুরের নানারকমের ব্যবহারের কায়দা ভেবে নিয়ে রাগ তৈরি করতে পারেন। কিন্তু সে রাগ যদি গায়ক বা যন্ত্রীর গ্রাহ্য হয়, রাগের যে সব লক্ষণ বিকশিত হওয়া দরকার তা যদি তৈরি রাগে ফুটে ওঠে এবং তা যদি গৃহীত হয়, তবেই সে অভিনব রাগ বলে স্বীকৃত হতে পারে। যে কোন রাগের রূপ একটা বাঁধা ফ্রেম নয়, তাকে ক্রমপরিণতিমূলক সুরের রূপ বলা যায়। এজন্য মার্গসংগীতের দৃষ্টিকোণ থেকে নজরুলের রাগসংগীত-প্রীতি এবং এরূপ ভাবনার খবর ছাড়া রাগ বানানোর সংবাদটার ওপর কোন মূল্যই আরোপ করা যায় না। যাঁরাই একটা রাগ তৈরি করেছেন বলে দাবি করেন, তাঁদের দাবিও গ্রাহ্য হতে পারে না, যদি রাগের আলাপ, বিস্তার, জোর, পকড়, প্রধান অঙ্গ, বাদী-সম্বাদী, বক্রস্বর ইত্যাদি ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ করবার মতো সুযোগ তাঁদের না থাকে। নজরুলের সে পন্থাও ছিল না ; সময় ও সুযোগ তাঁর ছিল না। ... তবে নজরুলের রাগ তৈরীর খবরটা রাগপ্রধান গান রচনার দিক থেকে নিম্নলিখিত কারণে একটি প্রধান পদক্ষেপ বলা যায়।
>
> সাধারণত খেয়াল বা ধ্রুপদ গায়কেরা প্রচলিত ও অপ্রচলিত রাগের গান করতে রীতি ও *ট্রাডিশনকে* অতিক্রম করেন না বা করতেন না। নজরুলের এই বিশেষ রাগ বানানোর ব্যাপারটি গতানুগতিকতা থেকে মুক্তির সন্ধান দেয়। সাধারণত কয়েকটি রাগে মনোনিবেশ করে গায়কদের বছর কেটে যায়। নতুন রাগ সৃষ্টি অথবা সংমিশ্রণের ভাবনাকে তাঁরা সহসা গ্রাহ্য করেন না। নজরুলের উদ্দীপনা নতুন সৃষ্টির একটা লক্ষণ সূচিত করে।

এই মন্তব্যে নজরুলের প্রতি সুবিচার হয়নি। সুকুমার রায়ের মত অনুযায়ী নজরুলের রাগসৃষ্টি রাগপ্রধান গান রচনার দিক থেকেই গুরুত্বপূর্ণ এবং তা গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে তাতে রাগরূপে বৈচিত্র্য ও রঞ্জকতা সৃষ্টি করে। অর্থাৎ তিনি নজরুলের রাগসৃষ্টিকে আমলই দেননি। কোনো সৃষ্ট রাগে যদি রাগের সকল লক্ষণ প্রকাশিত হয় এবং সেই রাগ যদি গায়কদের দ্বারা গৃহীত হয় তবেই তাঁর মতে সেটি নতুন রাগ হিসাবে বিবেচিত হতে পারে। কিন্তু তিনি কি বিচার করে দেখেছেন নজরুল-সৃষ্ট রাগে রাগের লক্ষণগুলি প্রকাশ পেয়েছে কি না। নজরুল তাঁর সৃষ্ট রাগগুলির আরোহী, অবরোহী, বাদী, সম্বাদী, গতি ইত্যাদি বর্ণনা করেছেন। এগুলিকে অবলম্বন করে তাঁর সৃষ্ট রাগগুলি বিচার করে তবেই রায় দেওয়া সম্ভব যে তাতে রাগের সকল লক্ষণ প্রকাশিত হয়েছে কিংবা হয়নি। সুকুমার রায় সে পন্থা গ্রহণ করেননি। সম্ভবত নজরুল সম্বন্ধে একটি দীর্ঘদিনের সংস্কার তাঁর মনে কাজ করেছে। সে সংস্কার হল নজরুল অশিক্ষিত-অপটু ছিলেন, শাস্ত্রীয় সংগীতে তাঁর তেমন পড়াশোনা বা ধ্যানধারণা ছিল না। সেজন্যই সুকুমার রায় বলেছেন 'নজরুলের সে পন্থাও ছিল না, সময় ও সুযোগও তাঁর ছিল না।' সুকুমার রায় যখন গ্রন্থটি লেখেন (অর্থাৎ ১৯৬৯ সালেরও আগে) সে সময়ে নজরুল সম্বন্ধে এ ধারণা অনেকের মনে বলবৎ ছিল। আজ আমরা নতুন নতুন তথ্যের উন্মোচনের ফলে জানতে পেরেছি রাগসংগীত সম্বন্ধে নজরুলের কী বিপুল অধ্যয়ন ও গভীর জ্ঞান ছিল।

শাস্ত্রীয় সকল রাগের মধ্যেই কি রাগের সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়? শাস্ত্রীয় সকল রাগেই কি আলাপ বা বিস্তারের বাঞ্ছিত অবকাশ থাকে? শাস্ত্রীয় সকল রাগই কি গৃহীত হয়েছে? আবার বিপরীত পক্ষে এটাও কি সত্য নয় যে কিছু শাস্ত্রীয় রাগ গায়কদের দ্বারা সমাদরে গৃহীত হলেও সেগুলি প্রকৃতপক্ষে রাগবাচ্য নয়। যথা– সোগ, নন্দ প্রভৃতি। বিশুদ্ধবাদীরা বলেন সত্যিকার রাগ বলতে পঞ্চাশটি প্রধান রাগকে বোঝায় আর সবই কৃত্রিম ও সংকীর্ণ। সুতরাং সুকুমার রায়ের বিচারে অসম্পূর্ণতা রয়েছে। নজরুলের সৃষ্ট রাগ যদি গায়করা গ্রহণ না করেন তবে সেটা নজরুলের দোষ নয়। কিন্তু সেরকমই আশা প্রকাশ করা হয়েছিল ১৬-১-৪০ তারিখের *বেতারজগৎ* পত্রিকায়। 'আমাদের কথা' বিভাগে লেখা হয়েছে :

> কবি নজরুল ইসলামের অনন্যসাধারণ প্রতিভার দান এই 'নবরাগমালিকা'। কবি নজরুল অনেকগুলি নতুন রাগিনী নিজে রচনা করেছেন। সেইগুলির ভিতর থেকে ছটি রাগিনী চয়ন করে নিয়ে এই মালিকাটি গাঁথা হয়েছে। তাঁর এই নতুন সৃষ্টি যেমন অপূর্ব তেমনই অভিনব। এই নতুন রাগিনীগুলি ভারতীয় সংগীতকে সমৃদ্ধ করে তুলবে।

আমরা আশা করি আমাদের দেশের সংগীতবেত্তারা এই নতুন রাগিনীগুলিকে গ্রহণ করে তাঁদের সম্পদ বৃদ্ধি করতে কুণ্ঠিত হবেন না।

এবার রাগগুলি একে একে বিচার করা যাক।

রাগ – নির্ঝরিণী ঃ গান – রুমুঝুমু রুমুঝুম কে বাজায় ...।

জগৎ ঘটককৃত স্বরলিপি পুস্তক *নবরাগে* গানটির স্বরলিপি রয়েছে। স্বরলিপির শিরোভাগে রাগে আরোহী, অবরোহী, বাদী, সম্বাদী ইত্যাদির যে পরিচয় দেওয়া হয়েছে তা এরূপ :

আরোহী – স প গ ম প র্স
অবরোহী – র্স দ প ম গ ম ঋ স
বাদী – প, সম্বাদী – স

এ ছাড়াও নজরুল স্বয়ং ১৬-১-৪০ সংখ্যার *বেতারজগতে* তাঁর লেখায় জানিয়েছেন :

> এই রাগিনী উত্তরাঙ্গপ্রধান। অবরোহণের তীব্র নিখাদ গুপ্ত থাকে অর্থাৎ বর্জিত নয়, বিবাদী। অবরোহণে ধৈবতে আন্দোলনকালে কতকটা ভৈঁরো ঠাটের জিলেফের আভাস আসে। ইহার গতি 'শোখ' অর্থাৎ চঞ্চল। ঝর্ণাধারার মত অবরোহণকালে ইহার চঞ্চলগতি ফুটিয়া উঠে। জলধারার মেঘরূপে পবর্তারোহণের মত ইহার গতি গম্ভীর ও শ্লথ এবং অবতরণে গতি চঞ্চলা বলিয়া ইহার নাম নির্ঝরিণী।

রাগটি সম্পর্কে আরও কয়েকটি তথ্য যা পেলাম তা হল রাগটির মধ্য ও তারসপ্তকে বিস্তার বেশি, তীব্র নিখাদ অবরোহণে বিবাদী স্বর হিসাবে প্রযুক্ত হবে, অবরোহণে ধৈবত জিলেফের মত আন্দোলিত হবে, আরোহণে গতি ধীর, কিন্তু অবরোহণে এর গতি চঞ্চল।

কবির দেওয়া তথ্য হতেই রাগটির নানা লক্ষণ পরিস্ফুট হয়েছে। বিশেষ লক্ষণীয় যে কবি বিবাদী স্বরের প্রয়োগের দিকটিও ভেবেছেন।

'নির্ঝরিণী'র অবরোহণ- র্স দ প ম গ ম ঋ স, হতে প্রথমেই মনে হতে পারে এটি ভৈরব ঠাটের বিভাস ও ভৈরবের সমাহারে রচিত। কিন্তু কবির অভিপ্রায় এরূপ ছিল না। কারণ, প্রথমত, বিভাস প্রকৃতিতে শান্ত ও গম্ভীর এবং সমস্বারিক (সকর স্বর প্রবল) আর কবির পরিকল্পনায় 'নির্ঝরিণী' অবরোহণে চঞ্চল ও তার ধৈবত আন্দোলিত হওয়ায় বিভাসের মত ধৈবতকেন্দ্রিক ও সমস্বারিক নয়। বরং জীলফের

অবরোহীর সঙ্গে 'নির্ঝরিণী'র সাদৃশ্য অনেক বেশি (র্সন দ প ম গম সা)। কবি স্পষ্টতই জীলফের কথা ভেবেছেন এবং এজন্য তিনি 'জীলফের আভাস আসে' বলেছেন। জীলফের অবরোহণে তীব্র নিখাদ থাকলেও প্রবল নয়, নির্ঝরিণীতেও কবি তীব্র নিখাদ বিবাদী স্বর হিসাবে প্রয়োগ করেছেন। জীলফের অবরোহীতে কোমল রেখাব যোগ করলেই নির্ঝরিণীর অবরোহী আসে; একারণে 'নির্ঝরিণী'র অবরোহী জীলফ ও ভৈরবের মিশ্রণে গঠিত বলা যেতে পারে। গানটিতে শুদ্ধ মধ্যমকে অপন্যাস করে কোমল রেখাবে মীড় সহযোগে বারবার আসা হয়েছে যা ভৈরবের বৈশিষ্ট্য। অবশ্য অন্য মতে জীলফ সম্পূর্ণ রাগ অর্থাৎ স ঋ গ ম প দ ন র্স; র্স ন দ প- দ প ম- গ ম ঋ স। সেক্ষেত্রে নির্ঝরিণীর অবরোহণে জীলফকে সম্পূর্ণ গ্রহণ করা হয়েছে।

আরোহীতে নতুনত্ব রয়েছে। এখানে স গ প ম প র্স কোনও পরিচিত রাগের আভাস আনে না। আরোহীতে মাত্র চারটি স্বর রযেছে যা রাগের জাতিভেদ নির্ণয়ে থাকে না। কমপক্ষে পাঁচটি স্বর থাকার বিধি যার শাস্ত্রীয় সংজ্ঞা ঔড়ব। নির্ঝরিণীর আরোহী চারটি স্বরেই গঠিত হয়েছে যার মধ্যে স-প স্বরসঙ্গতি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।

এবার গানটির সুর হতে নির্ঝরিণীর যে স্বররূপ পাই তাকে এভাবে প্রকাশ করা যেতে পারে :

স প. গ ম প দ প ম, গ ম ঋ স।
গ ম প র্স, প র্স, র্স দ প ম,
গ ম ঋ স।
প র্স র্ঋর্স র্মর্গ র্মর্ঋ র্স, র্স দ প, দ প ম, গ ম ঋ স।

বিশেষ স্বরসঙ্গতি – স প ; উত্তরাঙ্গপ্রধান, ন্যাস- মধ্যম।

এই স্বররূপ হতে অভিজ্ঞ গায়ক নির্ঝরিণী রাগের বহুসংখ্যক বন্দেস তৈরি করতে পারতেন যা কোনও রাগের স্বাতন্ত্র্যের একটি শর্ত।

বেণুকা ঃ জগৎ ঘটককৃত স্বরলিপি পুস্তকে ('*বেণুকা*'য়) রাগটির পরিচয় এরূপ :

আরোহী – সা রা মা, পা ণা ধা, পা ধা মা, পা ধা র্সা
অবরোহী – র্সা না পা ধা মা, গা রা গা সা।
বাদী – মা, সম্বাদী – সা।

দেখা যাচ্ছে আরোহীতে সেনী ঘরানার গ ও নি বর্জিত খাম্বাজ অথবা পাহাড়ীর ছায়াপাত ঘটেছে বেশি পরিমাণে। অর্থাৎ পাহাড়ীর স-র-ম, প-ধ-র্স এবং আরোহী

বেণুকাতে সম্পূর্ণ রয়েছে, অধিকন্তু যেটা যোগ হয়েছে মাঝখানে সেই স্বরবিন্যাস প-ণ-ধ-ম, সেটাও পাহাড়ীর অবরোহীর একটি অংশ। আবার এই সব স্বরবিন্যাসে তিলককামোদের প্রভাবও রয়েছে, যথা- স-র-ম, প-ধ-ম (আরোহীর স্বরসমাহার)। সুতরাং বেণুকার আরোহীতে কোমল নিখাদ বাদ দিলে বলা যায় তিলককামোদ ও পাহাড়ী যুক্ত হয়েছে। অন্যভাবে বলা যায় বেণুকার আরোহীতে পাহাড়ীর আরোহী এবং পাহাড়ীরই অবরোহীর অংশ অদ্ভুত কৌশলে যুক্ত হয়েছে। যেন যেতে যেতে, অন্য রাস্তায় গিয়ে ফের ফিরে আসে আবার এগিয়ে যাওয়া; স-র-ম এইভাবে এগিয়ে প-ণ-ধ করে অন্য রাস্তায় যাওয়া এবং ফের মধ্যমে ফিরে আসা ধ-ম এবং তারপর প-ধ-র্স- এভাবে সামনে দিকে এগিয়ে যাওয়া। অবরোহীতে তিলককামোদের প্রভাব বেশি রয়েছে। তিলককামোদের অবরোহী-র্স প ধ ম গ, র গ স ; এক্ষেত্রে 'র্স'র পরে 'ন' যোগ করলেই বেণুকা আসে। অবশ্য অবরোহীতে পাহাড়ীর সাদৃশ্যও রয়েছে, যার অবরোহী -র্স ণ ধ প, ধ ম গ র গ স। তবে তিলককামোদের সাদৃশ্য যে বেশি, তাতে সন্দেহ নেই। কবি *বেতারজগতে* নিজেই লিখেছিলেন– "এই রাগিনী শুনিতে কতকটা পাহাড়ী ও তিলককামোদের মত শোনায়।" বেণুকার অবরোহীতে নিষাদ (তীব্র) অন্য মাত্রা যোগ করে। কবি *বেতারজগতে* আরও লিখেছেন— "ইহার বিশেষত্ব অবরোহণে ও স্থিতি; ওইরূপে ধৈবতে ও গান্ধারে স্থিতি।" এখানে স্থিতি অর্থে কবি ঠিক ন্যাস বোঝাননি, অধিকক্ষণ অবস্থান বুঝিয়েছেন। র্স-ন প প্রকৃতপক্ষে হবে র্স-র্সন র্সনপ; 'বেণুকা'র স্বররূপ এভাবে প্রকাশ করা যায় :

স র ম, প ণ ধ ম, গ র গ স।
প ণ ধ ম, প ধ র্স, র্স র্র র্ম র্গ র্স।
র্স ন প, ধ ম প, গ র গ স।

রাগটি পাহাড়ীর মতোই ক্ষুদ্র প্রকৃতির এবং উত্তরাঙ্গপ্রধান।

মীনাক্ষী জগৎ ঘটককৃত স্বরলিপি পুস্তক নবরাগে রাগটির পরিচয় এরূপ :
আরোহী – ণ্ ধ্ স ণ্ র, গ ম প, গ ম প ধ র্স।
অবরোহী – র্স র্ণ ধ ম, দ প ম জ্ঞ র, গ স।
বাদী – রা ; সম্বাদী – পা।

রাগটির সংগঠনে কতকগুলি রাগের প্রভাব এড়িয়ে চলতে হয়েছে মুন্সিয়ানার সঙ্গে। ণ্-র-গ-ম-প আরোহীর এই স্বরবিন্যাস জয়জয়ন্তীর কথা স্মরণ করায় এবং

এর পরেই অবরোহীর ণ-ধ-ম স্বরবিন্যাস যুক্ত হলে জয়জয়ন্তীর আবেশ আরও স্থায়ী হয়। এই আবেশকে ভাঙতে অপ্রত্যাশিত আশাবরী ঠাটের (জৌনপুরী ঠাটের) প-দ-প যুক্ত করতে হয়। আবার মন্দ্রসপ্তকের ণ্-ধ্-স এই স্বরসমাহার ঝিঁঝিটের সাদৃশ্যে গঠিত; এই বক্রভাব না থাকলে অর্থাৎ ধ্-ণ্-র হলে জয়জয়ন্তীর আর আবেশ থাকত না, পুরোপুরি জয়জয়ন্তী এসে যেত। আরোহীর গ-ম-প্-ধ র্স নাগসরাবলী রাগের প্রধান অংশ। পাঠক যদি মীনাক্ষী রাগে রচিত গানটির 'আড়ি পাতে নিঝ্ঝুম বন্'অংশটির স্বরলিপি এবং নাগসরাবলী রাগের রচিত 'এস চিরজনমের সাথী' গানটির 'খুঁজেছি প্রভাতে গোধূলি লগনে' অংশটির স্বরলিপি মিলিয়ে দেখেন তাহলে সাদৃশ্যটি ভালভাবে প্রত্যক্ষ করবেন। যাই হোক, অবরোহীতে র্স-ণ-ধ-ম-স্বরবিন্যাসে বাগেশ্রীর ছায়াপাত ঘটে ; এবং এর পরেই যদি প-ম-জ্ঞ-র যুক্ত হত, তবে বাগেশ্রীর আর্বিভাব ঘটত প্রবলভাবে। কিন্তু নজরুল মাঝখানে অর্থাৎ 'প-ম'র মাঝে কোমল ধৈবত লাগিয়ে 'ম-প-দ-প আশাবরী ঠাটের স্বরবিন্যাসে কৌশলে বাগেশ্রীর তিরোভাব ঘটান। বন্দিসটিতে অবরোহী-নির্দেশিত প-ম-জ্ঞ-র এই স্বরবিন্যাস যেমন রয়েছে, ম-প-জ্ঞ-র- এই স্বরবিন্যাসও তেমনই রয়েছে। ম-প-জ্ঞ-র- এই স্বর-সমাহার হংসকিঙ্কিনী কাফি এবং নীলাম্বরী রাগের কথা স্মরণ করায়। তবে যেহেতু বন্দিসটিতে গ-ম-প-জ্ঞ-র স্বরবিন্যাস রয়েছে, সেহেতু আমরা হংসকিঙ্কিনীর প্রভাবই বেশি বলতে পারি। কবি নিজেও *বেতারজগতে* লিখেছেন– "এই রাগিনীতে নীলাম্বরী ও কাফি রাগিনীর কতকটা এবং অনেকটা হংসকিম্বিনীর আভাস পাওয়া যায়।" সর্বশেষে, অবরোহীকে গ-স স্বরসমাহারে নাগসরাবলীর প্রভাব আনে। স্বরলিপিতে আবদ্ধ বন্দিসটি আর একটু খুঁটিয়ে দেখা যাক :

ণ্ ধ্ স ঝিঁঝিট ;
চ প ল
ণ্ র র গ ম প প প প জয় জয়ন্তী ;
আঁ খি ০ র ভা ষা ০ ০ য়
ণধ ম ম বাগেশ্রী বা জয়জয়ন্তী
হে ০ ০ মী
প দ প জৌনপুরী
ণা ০ ক্ষি

'আড়ি পাতে নিঝঝুম বন'-এর স্বরবিন্যাস গ-ম-প-ধ-র্স স্পষ্টতই নাগসরাবলী।

'আঁখি তুলি চাহিবে'- এর স্বরবিন্যাস র্স-র্জ্ঞ-র্র-র্স অংশে হংসকিঙ্কিনীর প্রভাব দেখা যায়। 'আঁখির তিরস্কারে' অংশের স্বরবিন্যাস ণ-ধ-ম-ধ-ণ বাগেশ্রী অথবা

জয়জয়ন্তির কথা স্মরণ করায়ঃ 'কান্তারে'-র 'প-দ-প' জৌনপুরী, 'ফুল ফোটাও' অংশের 'পম-প-জ্ঞ-র'; হংসকিঙ্কিনী, 'ফুল ফো' অংশের 'গম-স' নাগসরাবলী, 'টাও' অংশের 'স -ণ্-ধ্-স' ঝিঁঝিট- স্মরণ করায়। 'নিটোল আকাশ টোল্ খায়, তোমার চাওয়ায়' চরণের 'তোমার চাওয়ায়' অংশের স্বরবিন্যাস 'গ-ম-প-জ্ঞ-র' হংসকিঙ্কিনীর আবির্ভাব ঘটায়। এইভাবে ঝিঁঝিট, জয়জয়ন্তী, বাগেশ্রী, জৌনপুরী, নাগসরাবলী ও হংসকিঙ্কিনীর দক্ষ মিশ্রণে রাগটির অবয়ব গঠিত; কোনও রাগের আর্বিভাব প্রাধান্য বিস্তার করে বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি। রাগটির আর একটি বৈশিষ্ট্য কবি *বেতারজগতে* উল্লেখ করেছেন এইভাবে :

> ইহার প্রধান বিশেষত্ব-অবরোহণে বক্রগতিতে কোমল ধৈবত ও তীব্র গান্ধারে পূর্ববর্তী সুরকে ধরিয়া আন্দোলন অর্থাৎ ধৈবতের সময় নিখাদ ও গান্ধারের সময় মধ্যম ধরিয়া সুরকে দোলানো। ইহার গতি মীনের মত বক্র ও চঞ্চল বলিয়া ইহার নাম মীনাক্ষী।

কবির নির্দেশ অনুযায়ী অবরোহণের সময় ণদ-ণ্দ এবং মগ-সগ-এভাবে স্বরপ্রয়োগ হবে। রাগের প্রকৃতিও কবির বক্তব্য হতে জানা গেল যে বক্র ও চঞ্চল।

মীনাক্ষীর স্বররূপ :

ণ্ ধ্ স ণ্ র, র গ ম প, প দ প, প জ্ঞ র গ স।
গ ম প, ণ ধ ম, প দ প, প জ্ঞ র, গ স।
গ ম প ধর্স, ধ র্স র্জ্ঞ র্র, র্গ র্স।
র্স ণ ধ ম, প দ প, জ্ঞ র ; গ স।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে *নবরাগে* গানটির বাণীর সাথে *বেতারজগতে* প্রকাশিত বাণীর কয়েকটি স্থানে পাঠান্তর রয়েছে; যথা :

নবরাগ স্বরলিপি পুস্তকের বাণী	*বেতার জগতের* বাণী
(১) আঁখির তিরস্কারে ঐ বনকান্তারে	(১) আঁখির তিরস্কারে এই বনকান্তারে
(২) নিটোল আকাশ টোল খায়	(২) নিটোল আকাশে টোল খায়
(৩) ওই আঁখির করুণা	(৩) তব আঁখি করুণা

সন্ধ্যামালতী ঃ 'সন্ধ্যামালতী' রাগ সম্বন্ধে আলোচনায় অনেক সমস্যা এসে পড়ে। প্রথমে জগৎ ঘটককৃত *নবরাগ* স্বরলিপি পুস্তকে এ রাগের যে কাঠামো দেওয়া হয়েছে তা এরূপ :

আরোহী – ন্ স, জ্ঞ র স, গ ম প, ণ ধ ম, প ন র্স
অবরোহী – র্স ন দ প ক্ষ জ্ঞ র স।
বাদী – প, সম্বাদী – স।
কিন্তু বেতারজগতে কবির রচনায় এর যে কাঠামো রয়েছে তা এরূপ-
আরোহ – ন্ স জ্ঞ র, স গ ম প, জ্ঞ ক্ষ প,
ণ ধ ম, প ন র্স,
অবরোহী – র্স ন দ প, ক্ষ জ্ঞ র স।
বাদী – পঞ্চম, সম্বাদী – জ্ঞা।

আরোহী ও সম্বাদী- দুটি ক্ষেত্রে পার্থক্য লক্ষণীয়। মূল গানটির সুরেও পার্থক্য রয়েছে। ১৯৪০ সালে, সম্ভবত ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে এ গানটি কলম্বিয়া হতে শ্রীমতী রাধারানী রেকর্ড করেছিলেন (রেকর্ড নম্বর জি ই ২৫৫১)। এই রেকর্ডধৃত সুর জগৎ ঘটকের স্বরলিপিধৃত সুর হতে কিছুটা স্বতন্ত্র — যদিও রাগরূপের কাঠামো তাতে নষ্ট হয়নি। যদি জগৎ ঘটকের স্বরলিপিতে কোনও ত্রুটি না থাকে, তবে দুটি ভিন্ন রূপ একদিক থেকে ভালোই; কেননা তাতে রাগটির প্রসারণ ক্ষমতা প্রমাণিত হয়। এখানে মনে রাখা দরকার যে কলকাতা বেতার কেন্দ্র হতে রাগটির প্রচারকাল (১৩-১-৪৫) ও রেকর্ডে গানটি ধৃত হওয়ার কাল প্রায় একই। প্রামাণ্যতার বিচারে স্বরলিপির সুর ও রেকর্ডের সুর দুটিই গ্রাহ্য।[২]

স্বরলিপি ও রেকর্ড-দুটিকেই প্রামাণ্য ধরে নিয়ে এর বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হওয়া যেতে পারে। প্রথম ভাগের অর্থাৎ স্থায়ীর সুরের মূল লক্ষণগুলি (স্বরলিপি হতে) নিম্নলিখিত স্বরসমাহার নিবদ্ধ :

১. ` ' জ্ঞ র
২. স গ ম প
৩. প জ্ঞ ক্ষ প দ প
৪. প জ্ঞ র সন্ স

এই স্বরমালিকা হতে আমরা পাচ্ছি পিলু (১ ও ২নম্বর) বা পিলু বারোয়াঁ, মূলতানী (৩নম্বর এবং আবার পিলু (৪নম্বর)। রেকর্ডের সুরের লক্ষণ একই প্রকার। সেখানে কোমল গান্ধারের প্রয়োগ আরও প্রবল এবং প-ক্ষ-জ্ঞ-ক্ষ-প। এভাবে না উঠে; সরাসরি উঠেছে এভাবে :

। প জ্ঞ ক্ষ । প প দ প । প জ্ঞ প জ্ঞ । জ্ঞ র ন্ স ।
০ বে লা শে ষে র বাঁ শী বা জে ০ ০ বা জে শো ন

অর্থাৎ *বেতারজগতে* উল্লেখিত আরোহীর জ্ঞ ক্ষ প প্রতীয়মান হয়ে ওঠে এবং সম্বাদী হিসাবে কোমল গান্ধারের দাবি প্রতিষ্ঠিত হয়।

নবরাগের স্বরলিপি হতে এবং রেকর্ডের সুর হতে অন্তরা বিভাগের মূল স্বরমালিকাগুচ্ছ এরূপঃ-

নবরাগের স্বরমালিকা	রেকর্ডের সুরের স্বরমালিকা
১. স গ ম প ণ ধ ম	১. প ণ ধ প গ ম প
২. প ন র্স ন দ প	২. ন র্স র্জ্ঞ র্র র্স
৩. র্র র্গ র্ম র্জ্ঞ র্র র্স	৩. র্জ্ঞ র্র র্স
৪. ন দ প	৪. নর্স দর্স নদ প
৫. ম ণ ধ ম প জ্ঞ ক্ষ প জ্ঞ র ন্ স	৫. ণ ধ প পধ ণধ গম প ধ নর্স প জ্ঞ ক্ষ প জ্ঞ র স।

নবরাগের ১ নম্বর, খাম্বাজের আভাস আনে ; ২ নম্বর, দেশ ও রামকেলির (বা কালেংড়ার) মিশ্র রূপ বলা যায়, ৩ ও ৪ নম্বর পিলু ও রামকেলির (বা কালেংড়ার) আভাস আনে এবং ৫ নম্বর-এ খাম্বাজ, মূলতানী ও পিলুর মিশ্র আদল ফুটে ওঠে। এবার রেকর্ডের স্বরমালিকা হতে পাচ্ছি ১ নম্বর -এ খাম্বাজ, ২ নম্বর ও ৩ নম্বর-এ পিলু। ৪ নম্বর এ কালেংড়া এবং ৫ নম্বর-এ খাম্বাজ, মূলতানী ও পিলুর পরপর রূপ প্রকাশ পায়। দুটিতেই 'প- জ্ঞক্ষপ' এভাবে চলন দেখা যায় অর্থাৎ বেতারজগতে বর্ণিত আরোহীর জ্ঞ ক্ষ প টুকরো ব্যবহৃত হয়েছে।

নবরাগ	রেকর্ড
১। প ক্ষ্ম জ্ঞ র স ন্ দ্ প র স	১। প ক্ষ্মপ জ্ঞ ক্ষ্ম প জ্ঞ র স ম জ্ঞ।
২। প জ্ঞ র্ক্ষ্ম দ র্স ন দ প জ্ঞ ক্ষ্ম প	২। স দ্ জ্ঞ স
৩। ণ ধ ম ন র্স ন দ প	৩। স গ ম প দ র্স দ প
৪। প জ্ঞ প ক্ষ্ম দ প জ্ঞ র সন স	৪। প জ্ঞ প জ্ঞ ক্ষ্ম প জ্ঞ র সন্স।

নবরাগের ১ নম্বর মূলতানী, ২ নম্বর মূলতানী, ৩ নম্বর খাম্বাজ ও রামকেলির (বা কালেংড়া) মিশ্র রূপ এবং ৪ নম্বর মূলতানী ও পিলুর মিশ্রণ। আবার রেকর্ডের সুরের ১ নম্বর, মূলতানী ও পিলুর মিশ্রণ ২ নম্বর স্বরের টুকরোটি এতই ছোট যে

এর দ্বারা কোনও রাগের চরিত্র ফোটে না; ৩ নম্বর, ভৈরব ঠাটের রামকেলির (বা কালেংড়ায়) আভাস আনে এবং ৪ নম্বর স্বরমালিকায় মূলতানী ও পিলুর মিশ্রণ ঘটেছে।

গানটির আভোগের স্বরমালিকার মূল লক্ষণ এরূপ :

নবরাগ	রেকর্ড
১. র্জ্ঞ র্র র্স ন দ প ম	১. র্র নর্স দ প
২. ম ণ ধ প ন র্স	২. প ন র্স র্র র্জ্ঞ র্র র্স
৩. ন র্স র্জ্ঞ র্র র্গ র্ম র্জ্ঞ র্র র্স নর্স	৩. র্জ্ঞ র্র র্স নর্স দ প
৪. র্রর্স নদ প জ্ঞ ক্ষ প	৪. ণ ধ প ধ পম ধ ণ র্স প
৫. জ্ঞ স র সন্ স প ক্ষ জ্ঞ ক্ষ জ্ঞ র স	৫. প জ্ঞ ক্ষ প জ্ঞ র স

নবরাগের ১ নম্বর পিলু ও রামকেলির (বা কালেংড়া) মিশ্রণ, ২ নম্বর খাম্বাজের অথবা বারোয়াঁর আভাস দেয়, ৩ নম্বর পিলু, ৪ নম্বর রামকেলি ও মূলতানীর মিশ্রণ এবং ৫ নম্বর পিলু ও মূলতানীর মিশ্রণ। রেকর্ডের ১ নম্বর রামকেলি, ২ নম্বর পিলু বা বারোয়া, ৩ নম্বর পিলু ও রামকেলির মিশ্রণ, ৪ নম্বর খাম্বাজের ছায়া এবং ৫ নম্বর মূলতানী ও পিলুর মিশ্রণ।

এবার রাগটির স্বররূপ এভাবে বর্ণনা করা যেতে পারে :

ন্ স জ্ঞ র স, গ ম প, জ্ঞ র স।
স র স ন্ দ্ প্ ন্ স।
ন্ স জ্ঞ র স, গ ম প, প জ্ঞ ক্ষ প দ প, জ্ঞ র স।
গ ম প ণ ধ ম, প ন র্স, র্স র্জ্ঞ র্র র্স, র্র র্স ন দ প,
জ্ঞ ক্ষ প জ্ঞ র স ন্ স।

দেখা যাচ্ছে যে রাগটিতে পিলু, মূলতানী, খাম্বাজ বারোয়াঁ, রামকেলি ইত্যাদির আবির্ভাব-তিরোভাব ঘটেছে। তবে যে দুটি রাগ স্পষ্টত প্রাধান্য পেয়েছে সে দুটি হল পিলু ও মূলতানী। কবি নিজেও *বেতারজগতে* লিখেছেন– "অবরোহণে মূলতানী ও পিলুর রূপ পরিস্ফুট হয়"। আরোহী সম্বন্ধে কবির বক্তব্য আমাদের কাছে একটি সমস্যা; কবি লিখেছেন– "ইহার বিশেষত্ব আরোহণকালে এক ধারে বারোয়াঁ, ধানী ও মূলতানের রূপ অপূর্ব শ্রী লইয়া ফুটিয়া উঠে।" বারোয়াঁ, পিলুর সমগোত্রীয় রাগ; সুতরাং সে সম্বন্ধে বিশেষ আপত্তির কিছু নেই। কিন্তু 'ধানী'-র রূপ (স জ্ঞ ম প ণ র্স) তা' কোনভাবেই রাগটিতে প্রকাশ পায়নি।[৩]

গানটির বাণীর পাঠান্তর রয়েছে, যথা :

নবরাগ	বেতার জগৎ	রেকর্ড
(১) রাতের ভ্রমর হয়ে	(১) নিশীথ ভ্রমর হয়ে	(১) নিশীথের ভ্রমর হয়ে
(২) সুন্দর দাঁড়ায়ে তব দ্বারে আঁধারে	(২) হের সুন্দর দাঁড়ায়ে তব দ্বারে আঁধারে	(২) হের সুন্দর দাঁড়ায়ে তব দ্বারে আঁধারে
(৩) মঞ্জরী দীপ জ্বালো ডাকো তাহারে	(৩) মঞ্জরী দীপ জ্বালো ডাকো তাহারে	(৩) মঞ্জরী দীপ জ্বালো ডাকো তারে

লক্ষণীয় যে সন্ধ্যামালতীর সাথে মধুমন্তী রাগের আশ্চর্য সাদৃশ্য রয়েছে। মধুমন্তীর স্বররূপ এ ধরনের :

ন্ স জ্ঞ র, স, ন্ স জ্ঞ হ্ম প, হ্মপ, হ্মপ ন র্স, ন র্স র্জ্ঞ র্র র্স। কোমল ধৈবতও কোনও কোনও মতে লাগে। এই মধুমন্তীর সাথে প্রদীপকী রাগের ন্ স গ ম প ও প গ ধ প (ভিন্ন মতের প্রদীপকীর) স্বরবিন্যাস যোগ করলে সন্ধ্যামালতীর কাঠামোটি দাঁড়ায়। মনে হয় রাগটির পরিকল্পনার সময় কবি মধুমন্তীর কথা ভেবেছিলেন।

বনকুন্তলা ঃ *নবরাগ* স্বরলিপি পুস্তকে রাগটির পরিচয় দেওয়া হয়েছে এভাবে :

আরোহী – প্ ধ্ স র, গ প ধ প, ধ র্স।
অবরোহী – র্স, ন ধ প গ র, গ স।
বাদী – প, সম্বাদী – র।

কিন্তু *বেতারজগতে* নজরুলের রচনায় এর পরিচয় এরূপ :

আরোহী – স র গ প, ধ প, প ধ র্স
অবরোহী – র্স ন ধ প গ র, গ স র
বাদী – রেখাব ; সম্বাদী – পঞ্চম
গ্রহ ও ন্যাস – রেখাব

কবির নির্দেশিত রাগ পরিচয় জগৎ ঘটকের বর্ণনা হতে কিছুটা স্বতন্ত্র এবং আরও বিশদ। বিশদ এ কারণে যে তিনি গ্রহ ও ন্যাসস্বরও নির্দেশ করেছেন। আর স্বতন্ত্র বাদী, সম্বাদীর ক্ষেত্রে। গানটির স্বরলিপি নিরীক্ষণ করলে আমরা কবির সঙ্গে একমত হই যে রেখাবই বাদী এবং পঞ্চম সম্বাদী। আবার রেখাবে ন্যাসও হয়েছে।

রাগটি অবশ্য ক্ষুদ্র প্রকৃতির এবং বিলাবল ঠাটের বিভাসের সাথে এর ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য রয়েছে। এই বিভাসের আরোহী-অবরোহীঃ স র গ প, ধ প, ধ র্স; র্স ন ধ প, গ প গ র স ।

সুতরাং কবি বিভাস হতে স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করেছেন দুভাবে ; প্রথমত বিভাসে গ প স্বরসঙ্গতি রয়েছে কিন্তু বনকুন্তলায় ধ প স্বরসঙ্গতি, বস্তুত এভাবে ভূপালী হতেও পার্থক্য রক্ষিত হয়। কবিও বেতারজগতে লিখেছেন : "আরোহীতে পঞ্চমে ধৈবত অবলম্বন করিয়া স্থিতি বলিয়া ভূপালী হইতে ইহা স্বতন্ত্র শোনায়।" দ্বিতীয়ত বিভাসে অবরোহীতে যেখানে স্বরবিন্যাস গ প গ র স, সেখানে বনকুন্তলায় প গ র গ স র। অর্থাৎ রেখাবে ন্যাস করা হয় এবং গ স মীড় সহযোগে যুক্ত।

রাগটির স্বররূপ বর্ণনা করা যায় এভাবে :

স র গ স র, স ন্ ধ্ প্ ধ্ স র।
স র গ প ধ প, ধ প গ র, র গ প ধ র্স।
র্র র্স ন ধ প, ধ প, প ধ র্স র্র র্গ র্স, র্স
ন ধ প, গ প ধ প, ধ প গ র, গ স র।

নবরাগ স্বরলিপি পুস্তকের বনকুন্তলা এলায়ে গানটি স্বরলিপি হতে উপরোক্ত স্বররূপ আমরা পাই। বনকুন্তলা রাগে কবির আর একটি গানও (মোর প্রথম মনের মুকুল) রয়েছে। হিন্দুস্থান কোম্পানি হতে সুপ্রভা ঘোষ (সরকার) গানটি কবির প্রশিক্ষণে গেয়েছিলেন (এইচ ৮৭৬, জানুয়ারি, ১৯৪১)। দেখা যাচ্ছে যে কবির কাছে রাগটি প্রিয় ছিল আর সেজন্য দ্বিতীয় গানও এই রাগে রচনা করেছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় গানটিতে কবি কিছু বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছেন বিবাদী স্বর হিসাবে কোমল নিখাদ ও শুদ্ধ মধ্যমের প্রয়াগ করে। এই গানটির স্বরবিন্যাস এভাবে ঘটেছে :

স র, স র গ র, স ন্ ধ্ প্ ধ্ স।
স র গ প ধণ ধণ ধ প, গম গ র স র।
স র প ধণ ধণ ধ প, প ধ র্র র্স ন ধ ধণ ধপমপ,
গম গর র স গ র গ স।
প ধ র্স র্র র্র র্গর্র র্স, র্স ন ধ ধণ ধ্ণ ধপ, গম গর সর, ধ্ স র গর সর গর।
ধ্ স র গর র রগ স।

লক্ষণীয় যে, বনকুন্তলা রাগের সমস্ত লক্ষণই এতে পরিস্ফুট; কেবলমাত্র শুদ্ধ মধ্যম তীব্র গান্ধারের সঙ্গে এবং কোমল নিখাদ শুদ্ধ ধৈবতের সঙ্গে আন্দোলিতভাবে বিবাদী স্বর হিসাবে প্রযুক্ত হয়েছে।

দোলনচম্পা *নবরাগ* স্বরলিপি পুস্তকে রাগটির পরিচয় দেওয়া হয়নি। *বেতারজগতে* রাগটির পরিচয় এরূপ :

আরোহী – স গ ক্ষ প, গ ম ন ধ, প ন ধ র্স।

অবরোহী – র্সন, ধন ধণধপ ক্ষগ, গ ম গম, রস।

বাদী – ধৈবত ; সম্বাদী – ষড়জ।

প্রথমেই বলা দরকার যে রাগটির নাম কবি দোলনচম্পা রেখেছিলেন, *নবরাগে* বর্ণিত দোলনচাঁপা নয়। *বেতারজগতে* বারংবার দোলনচম্পা উল্লেখিত হয়েছে। কবির হস্তাক্ষরে একটি লেখায়ও 'দোলনচম্পা' শব্দটি দেখা যায়।

রাগটি যে কল্যাণ ঠাটে যে রচিত তাতে সন্দেহ নেই। আরোহীর কাঠামো হতে লক্ষ করা যায় যে স গ ক্ষ প স্বরবিন্যাস অংশটি মালবশ্রীর আরোহীর অংশ; তারপর গ ম ন ধ স্বরবিন্যাস প্রবলভাবে হাম্বীর রাগের আরোহীর অংশ; প ন ধ র্স স্বরবিন্যাসটি এসেছে মালবশ্রীর 'প ন' ও হাম্বীরের 'ন ধ র্স'– এই উভয়ের সমীকরণ হতে। অবরোহীর প্রায় সমস্ত অংশই হাম্বীরের অবরোহীর সদৃশ। হাম্বীরের কোমল নিখাদ বিবাদী স্বর হিসাবে র্সন ধণপ– এই সুরভঙ্গিমায় প্রযুক্ত হয়। এখানে মনে করা যেতে পারে যে নট রাগে গ ম ন ধ ও কামোদে গ ম ধ প গ ম র স এইসব স্বরমালিকাও ব্যবহৃত হয়। 'ধ ণ প'-এভাবে কোমল নিখাদের ব্যবহার কামোদেও হয়। *বেতারজগতে* নজরুল স্বয়ং লিখেছেন : "ইহাতে হাম্বীর, কামোদ ও নটের রূপ মাঝে মাঝে উঁকি দেয় কিন্তু ইহার গতি অত্যন্ত দোলনশীল বলিয়া এই সব রাগের আভাস দিয়াই ছুটিয়া পলাইয়া যায়।" স্বরবিন্যাসে কয়েকটি বিশেষত্ব এই যে কোমল নিখাদ 'ধ ণ ধ প' এই ভাবে প্রযুক্ত হয়; 'প ন ধ র্স' একটি বিশেষ স্বরবিন্যাস যা কল্যাণ ঠাটের কোন রাগে নেই কিন্তু বেলাবল ঠাটের শঙ্করা রাগে ব্যবহৃত হয় (যদিও সেখানে পঞ্চমে ও ধৈবতে ন্যাস করা হয়)।

এর প্রধান বিশেষত্ব নজরুলের নিজের কথায় *বেতার জগৎ* হতে উধৃত করা যাক :

আরোহণে পূর্ববর্ত্তী সুরকে ধরিয়া ঝুলনা বা দোলাই ইহার প্রধান বিশেষত্ব ; দক্ষিণ সমীরণে দোলন-চম্পার দোলনের সঙ্গে ইহার গতির সামঞ্জস্য হইতে ইহার নাম দোলন চম্পা হইয়াছে।

সুতরাং আন্দোলিত গতি এ রাগের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

দোলনচম্পার স্বররূপ এ প্রকার :

স গ ক্ষ প, গ ম র স।

স গ ক্ষ্ম প, গ ম ন ধ, প ন ধ র্স।
প ন ধ র্স, ন র্স ধ ণ ধ প ক্ষ্ম , গ ম র স।

টীকা

১. এই সব গ্রন্থ শিক্ষার্থীদের জন্য প্রণীত হওয়ায়, এ ধরনের ভ্রান্তি মারাত্মক। শম্ভুনাথ ঘোষ রচিত *প্রশ্নোত্তরে নজরুলগীতি* ও কল্পতরু সেনগুপ্ত রচিত *জনগণের কবি কাজী নজরুল ইসলাম* গ্রন্থে এই ভুল তথ্য রয়েছে।

২. মনে রাখা যেতে পারে যে, জগৎ ঘটক স্বরলিপিগুলি করেছিলেন বহুকাল পরে অর্থাৎ ১৯৬৭-৬৮ সালে ও খুব সম্ভবত কোনো খসড়া কপি হতে ; এজন্য কিছু ক্রটি এতে অনুপ্রবেশ করতেও পারে।

৩. বিশেষজ্ঞরা এ সম্বন্ধে যদি আলোকপাত করেন তবে ভালো হয়।